006

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 6/2/83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ...

তিন বছরে প্রাথমিক স্কুল ছাত্রের সংখ্যা ১২ ভাগ কমেছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। '৭৮ সালের তুলনায় ৮১ সালে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ১২ ভাগ কম।

বর্তমানে স্কুলবয়সী শিশুদের শতকরা ৫৬ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং এদের মধ্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সময়ই শতকরা ৪০ ভাগ স্কুল ছেড়ে দেয়। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই শতকরা ৬০ ভাগ ছেলে-মেয়ে পড়াশুনার সুযোগ হারায়।

অন্য এক হিসেবে দেখা গেছে, গত ৩৫ বছরে দেশে জনশিক্ষার হার মাত্র দু ভাগ বেড়েছে। অর্থাৎ তা শতকরা ২০ থেকে ২২ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

এসএসসি মানের শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা গেছে, গড়ে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে তিন লাখ ছেলেমেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দেয়। এর মধ্যে গৃহশিক্ষক রাখা ও পরীক্ষায় নকল করার পরও দেড় লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী পাশ করতে পারে না। যারা পাশ করে বেরোয়, তাদেরও অধিকাংশ চাকরি বা উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না।

৮১ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, ১২ বছরের উর্ধ্বে শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে ৪০ লাখ বেকার এবং এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

ডিগ্রী পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ছাত্র-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

১২ ভাগ কমেছে

(১ম পৃঃ পর)

ছাত্রীদের পাশের হার শতকরা ২৭ থেকে ৩৪ ভাগ। এক্ষেত্রে পরীক্ষার সময়ও দু-তিন বছর পিছিয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময় পার করে যারা ডিগ্রী লাভ করে তাদেরও অনেকে চাকরি পায় না। চাকরি না পেয়ে বেকার থেকে অনেকের সরকারী চাকরি লাভের বয়সও চলে গেছে।

শিক্ষা সংকটের এখানেই শেষ নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকার জনমত যাচাইয়ের জন্যে যে প্রশ্নমালা প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের বেতন সরকারীকরণ সত্ত্বেও নানাবিধ দুর্নীতিবশত বহু শিক্ষক নিয়মিত বেতন পান না। বহু শিক্ষক নিয়মিত শিক্ষকতা করেন না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়েও নোট বইয়ের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু সার্টিফিকেট অর্জন বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সত্যিকারের কোন পড়াশোনা হয় না। প্রাইভেট টিউশন ও নোট বই ব্যাপকভাবে চালু। রাজনীতি ও দুর্নীতির প্রভাবে যেখানে যেখানে পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে পরীক্ষায় নকল চালু রয়েছে।